দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

AUG 24 2002

# ইবি'র বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা ফেরত প্রদানের নির্দেশে ক্ষোভ

**ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ৬টি বিভাগের ১২৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা বাবদ প্রদত্ত ৩ বছরের সমুদয় অর্থ কর্তৃপক্ষকে ফেরত প্রদানের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেতন ও শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় অনুষদের প্রায় ১৪শ' ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মনে হতাশা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থে চালু হওয়া বিজ্ঞান অনুষদের মেয়াদ ১৯৯৯ সালের জুন মাসে শেষ হয়। এরপর তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই বিজ্ঞান অনুষদকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর দেখিয়ে রাজস্ব খাতসহ বিভিন্ন স্থান থেকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অর্থ ব্যয় করে। উক্ত অনুষদের জন্য সরকার কর্তৃক পাওয়া একটি থোক বরাদ্দের টাকা ও অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ অর্থ সংকটের কারণে গত জুলাই মাসের বেতন বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভিসি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে জোর দেন-দরবার করে ২৫ লাখ টাকার আর একটি থোক বরাদ্দ নিয়ে অনুষদভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করা হয়। কিন্তু পরে সরকারী অডিট দল অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই বিজ্ঞান অনুষদের চাকরিজীবীদের বেতনভাতা প্রদানের বিষয়টি বেআইনী বলে অভিহিত করে তা ফেরত নেয়ার সুপারিশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভিসির নির্দেশে রেজিস্ট্রার ডঃ মসলেম উদ্দিন এক নোটিশের মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুষদের সব চাকরিজীবীদের বিগত ৩ বছরে বেতনভাতা বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ কর্তৃপক্ষকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশ পাওয়ার পর বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বায়োটেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুস সাত্তার উক্ত নির্দেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়োগ দিয়েছে। এজন্য আমাদের যাবতীয় ব্যয়ভার প্রশাসনকেই নিতে হবে। অর্থ সংকট কিংবা সৃষ্ট জটিলতার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। এদিকে রেজিস্ট্রার ডঃ মসলেম উদ্দিন জানান, সরকারী অডিট দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত অর্থ ফেরতের নির্দেশ 'ফরমালিটি' মাত্র।